১৯৭৮ থেকে আজ: চীন কীভাবে বদলে গেল, বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়?

১৯৭৮ সালের দিকে চীন ও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল প্রায় একই স্তরে—প্রায় ১৫০–১৬০ ডলারের কাছাকাছি। আজকের বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। চীন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতি; আর বাংলাদেশ এখনো উন্নয়নশীল অর্থনীতির নানা সীমাবদ্ধতার সঙ্গে লড়ছে।

এই পরিবর্তন কি একদিনে ঘটেছে? অবশ্যই নয়। চীনের অর্থনৈতিক উত্থান মূলত চার দশকের বেশি সময় ধরে চলা ধারাবাহিক সংস্কার, বিনিয়োগ ও শিল্পনীতির ফল।

১৯৭৮ সালের পর চীন প্রথম বড় পরিবর্তন আনে কৃষিতে। Mao-era People’s Commune ব্যবস্থার পরিবর্তে ধীরে ধীরে চালু হয় Household Responsibility System। জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকলেও কৃষক পরিবারকে জমি ব্যবহারের দীর্ঘমেয়াদি অধিকার দেওয়া হয়। নির্ধারিত অংশ রাষ্ট্রকে দেওয়ার পর অতিরিক্ত উৎপাদন নিজেরা ব্যবহার বা বাজারে বিক্রি করার সুযোগ পায় কৃষক।

ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রণোদনা তৈরি হয়—বেশি উৎপাদন করলে বেশি আয়।

কৃষি সংস্কারের পর চীনের নজর যায় শিল্পায়নের দিকে। ১৯৮০ সালে Shenzhen, Zhuhai, Shantou ও Xiamen-কে Special Economic Zone হিসেবে গড়ে তোলা হয়। বিদেশি বিনিয়োগ, রপ্তানিমুখী উৎপাদন এবং তুলনামূলক সহজ ব্যবসায়িক পরিবেশের মাধ্যমে চীন ধীরে ধীরে বৈশ্বিক manufacturing hub-এ পরিণত হয়।

তবে চীনের সাফল্যকে শুধু ‘সস্তা শ্রমের গল্প’ বললে পুরো চিত্র পাওয়া যায় না।

চীন একই সঙ্গে রাস্তা, রেল, বন্দর, বিদ্যুৎ ও শিল্পাঞ্চলে বিপুল বিনিয়োগ করেছে। একটি কারখানা থেকে পণ্য উৎপাদনের পর তা দ্রুত বন্দর পর্যন্ত পৌঁছানো, সেখান থেকে জাহাজে বিদেশে পাঠানো—পুরো supply chain-কে কার্যকর করার চেষ্টা করেছে দেশটি।

২০২৪ সালের শেষে চীনের high-speed railway network প্রায় ৪৮ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছেছে। বিশ্বের শীর্ষ ১০টি container port-এর সাতটিই চীনে। এসব অবকাঠামো শুধু মানুষের যাতায়াত সহজ করেনি; শিল্প ও বাণিজ্যের খরচও কমিয়েছে।

চীনের আরেকটি বড় অর্জন দারিদ্র্য হ্রাস। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, গত চার দশকে প্রায় ৮০ কোটি মানুষ extreme poverty থেকে বেরিয়ে এসেছে। একই সময়ে নগরায়ণ দ্রুত বেড়েছে। ১৯৭৮ সালে চীনের শহুরে জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৮ শতাংশ; বর্তমানে তা প্রায় ৬৭ শতাংশ।

২০১২ সালের পর Xi Jinping-এর নেতৃত্বে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানও ব্যাপক আকার নেয়। উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে নিম্নপর্যায়ের কর্মকর্তারাও তদন্ত ও শাস্তির আওতায় আসেন। একই সময়ে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়াতে থাকে চীন।

ফলাফল আজ স্পষ্ট। চীনের অর্থনীতি প্রায় ২০ ট্রিলিয়ন ডলারের। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি। বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদনে চীন বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে। প্রযুক্তি, battery, solar panel, electronics এবং manufacturing supply chain-এও দেশটির প্রভাব ব্যাপক।

অবশ্য চীনের অর্থনীতি সমস্যামুক্ত নয়। সম্পত্তি খাতের সংকট, স্থানীয় সরকারের ঋণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ও প্রযুক্তি প্রতিযোগিতা—সবই বড় চ্যালেঞ্জ।

২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে tariff war নতুন মাত্রা পেয়েছিল। পরে দুই দেশ আলোচনার মাধ্যমে শুল্ক কমানো ও বাণিজ্যিক উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু প্রযুক্তি, semiconductor, artificial intelligence, electric vehicle ও supply chain নিয়ে প্রতিযোগিতা এখনো গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে বাংলাদেশের জন্য একটি প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক।

চীন কি সবকিছু ঠিকভাবে করেছে? না। বাংলাদেশ কি সবকিছু ভুল করেছে? তাও নয়।

কিন্তু চীনের অভিজ্ঞতা দেখায়, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য শুধু একটি খাতের ওপর নির্ভর করলে হয় না। কৃষিতে

উৎপাদনশীলতা, শিল্পায়ন, অবকাঠামো, শিক্ষা, প্রযুক্তি, বিনিয়োগ, রপ্তানি এবং দক্ষ মানবসম্পদ—সবগুলোকে একই অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এগিয়ে নিতে হয়।

চীনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হয়তো এখানেই।

একটি দেশ রাতারাতি উন্নত হয় না। কিন্তু ধারাবাহিক নীতি, বাস্তবভিত্তিক সংস্কার এবং কয়েক দশকের পরিকল্পিত বিনিয়োগ একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান বদলে দিতে পারে।

১৯৭৮ সালে চীন ও বাংলাদেশ যখন প্রায় কাছাকাছি অর্থনৈতিক জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, তখন ভবিষ্যতের ব্যবধান এত বড় হবে—তা হয়তো কেউ কল্পনাও করেনি।

আজ তাই প্রশ্নটি শুধু ‘চীন কোথায় পৌঁছেছে’ নয়।

প্রশ্ন হলো—চীনের চার দশকের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ আগামী চার দশকের জন্য কী শিখবে?

প্রধানমন্ত্রীর সাথে চীন থেকে দেশে ফিরেছেন দিলীপ কুমার আগরওয়ালা

সরকার প্রধানের সফরসঙ্গী হয়ে চীন সফরে গিয়েছিলেন চুয়াডাঙ্গার কৃতী সন্তান দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।
চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৮ থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত ১৯৬ সদস্যের দল নিয়ে অবস্থান করেন। সফরসঙ্গীর এই দলে ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য, ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান পরিচালক, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ডায়মন্ড মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)-এর সাধারণ সম্পাদক ও তারাদেবী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান চুয়াডাঙ্গার সন্তান কৃতী

ব্যবসায়ী সিআইপি দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।
তিন দিনের সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিশেষ ফ্লাইট (বিজি-১৭০৪) বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একইসময়ে দেশে ফেরেন দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। এ সফরে থাকাকালে বিভিন্ন সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে নানা আলোচনা করেছেন দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। চুয়াডাঙ্গার রাজনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সফরের অবসর সময়ে একান্তে আলোচনার সুযোগ পান দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। তার কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনেন বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
উল্লেখ্য, এর আগেও ব্যবসায়ীক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে প্রায় ৬০ বারের মতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে বিভিন্ন দেশে গেছেন চুয়াডাঙ্গার এ কৃতী সন্তান।

বন্ধু চীনের সাথে সফল ১০ প্রকল্প, কাজ চলে ৬টির

২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বাংলাদেশ সফরে মোট ২৭টি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছিল। বিনিয়োগ প্রস্তাব ছিল ২ হাজার কোটি ডলারের। এখন পর্যন্ত মাত্র ১০টি প্রকল্প অগ্রসর হয়েছে। অর্থ ছাড় হয়েছে ৪৭ হাজার কোটি টাকা। বাকি প্রকল্পগুলো আছে প্রাথমিক পর্যায়ে। গত ৭ বছরে যে ২৭ প্রকল্পে অর্থায়ন বা ঋণ প্রদানে আগ্রহ দেখিয়েছিল চীন, তার মধ্যে ১০ টি প্রকল্প বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ৪টির কাজ শেষ, আর প্রকল্প চলমান আছে ৬ টি।

শেষ হওয়া ৪ টি প্রকল্পের মধ্যে আছে কর্ণফুলী টানেল। মোট ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কর্ণফুলী টানেলে চীনের ঋণ থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে ৬ হাজার ৭০ কোটি টাকা। সম্প্রতি টানেলটি খুলে দেওয়া হয়েছে। এই টানেলের মধ্য দিয়ে কক্সবাজারের সাথে এবং মাতারবাড়ি যাওয়ায় সময় করে আসায় অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে বাংলাদেশ। দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার চীনা অর্থায়নে ৩ হাজার ৪৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬২ দশমিক ২ একর জমির ওপর নির্মিত দাশেরকান্দি

পয়ঃশোধনাগার প্রতিদিন ৫০ লাখ টন পয়োবর্জ্য পরিশোধন করতে পারবে, যা ঢাকার মোট পয়োবর্জ্যের ২০ থেকে ২৫ শতাংশের মত। ঢাকার আশপাশের নদীগুলোর দূষণ কমাতে এই পয়ঃশোধনাগার একটি বড় ভূমিকা রাখবে বলে সরকার আশা করছে। ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার তথ্য-উপাত্ত নিরাপদে সংরক্ষণ ও নিরবচ্ছিন্ন মানসম্মত ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে। এ ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের তথ্য দেশেই সংরক্ষিত থাকছে। বছরে এ কোম্পানি থেকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা মুনাফা হবে।

জি ক্লাউড স্থাপন সম্পন্ন হলে দেশের ৪৫ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে এবং কোম্পানির আয় আরও বৃদ্ধি পাবে। এটি বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার, যেখানে ডাটা ৯৯.৯৯৫% সুরক্ষিত। এই সেন্টার নির্মাণে অর্থায়ন করেছে চীন। ডেভেলপমেন্ট অব আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ থ্রি প্রকল্পটি শেষ হয়েছে। এর আওতায় ২ হাজার ৬০০ ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের ৬০ শতাংশ মানুষকে ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে সংযুক্ত করতে কারিগরি জ্ঞানের আদান-প্রদান বাড়ানো ও ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা বাড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এতে খরচ হয়েছে ১৫৬ দশমিক ৫৬ মিলিয়ন ডলার। এই অর্থ পুরোটাই পাওয়া গেছে চীনের দেয়া ঋণ থেকে।

সামনে যে ছয়টি প্রকল্পের কাজ চলছে তারমধ্যে আছে পদ্মা রেল সংযোগ, চট্টগ্রামের সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং বা এসপিএম, ঢাকা আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, পিজিসিবি’র আওতায় বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন, ডিপিডিসি’র আওতায় বিদ্যুতের বিতরণ ব্যবস্থা, রাজশাহীতে ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহ প্রকল্প।

এছাড়া নতুন আরও ৬টি প্রকল্প নিয়ে কাজ হবে আগামীতে। চীনের ঋণ প্রকল্পের আওতায় গ্রহণ করা ১০ টি প্রকল্প প্রায় শেষ পর্যায়ে। ২য় পর্যায়ে আরো ৬টি প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ, যেগুলোতে চীনের ঋণ থেকে অর্থায়ন করা হবে। এগুলোর মধ্যে আছে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জন্য ৪ টি সমুদ্রগামী জাহাজ ক্রয়, তিস্তা নদী রক্ষা, পুনরুদ্ধার ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, চট্টগ্রামে আনোয়ারায় ইকোনমিকাল জোন, আখাউড়া থেকে সিলেট রেললাইন ডুয়েলগেজে রুপান্তর, ডিজিটাল কানেক্টিভিটি ও সকল পৌরসভার জন্য খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প।

সংকটময় পরিস্থিতিতে চীন সবসময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। ১১ অক্টোবর রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, আমরা বন্ধু। আমরা সবসময় একে অপরের পাশে ছিলাম। যখনই কারো সংকট হয়েছে, চীটটন বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। তিন বছর আগে কোভিড-১৯ মহামারির সময় চীন বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ডেঙ্গুর খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ফলে চীনের অবশ্যই তাদের জন্য কিছু করা উচিৎ। এজন্য আমরা এই ডিভাইস দিয়েছি। এটি দিয়ে ডেঙ্গু পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা যাবে, যাতে পরিস্থিতি উন্নতি করা যায়।

তিনি আরও বলেন, চীন ও বাংলাদেশের জনগণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। চীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, অর্থনীতিতে সবসময় সহযোগিতা করে আসছে।

উত্তেজনার মাঝেই লাদাখে রাফাল উড়াল ভারত, কড়া নজর চীনের ওপর

সীমান্ত নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই উত্তেজনা চলছে ভারত ও চীনের মধ্যে। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাস ধরে অব্যাহত রয়েছে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। বেশ কয়েকবার কমান্ডার লেভেলের বৈঠকের পরও অবস্থার তেমন কোনও উন্নতি হয়নি।

মাঝে রাশিয়ায় দুই দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বৈঠকে বসে উত্তেজনা প্রশমনে পাঁচ দফা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একমত হলেও তা আর আলোর মুখে দেখেনি।

এরপরও চীন প্রায়ই ভারতকে হুমকি দিতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই ভারতীয় বিমান বাহিনীর রাফালও উড়াল দিল লাদাখের আকাশে।

জানা গেছে, রবিবার সন্ধ্যার পড়ে আম্বালা এয়ারবেস থেকে লাদাখের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় রাফাল যুদ্ধবিমান। লাদাখে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতেই রাফালকে কাজে লাগানো হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

এমনকি সোমবার সকালেও লাদাখ ও ল’র আকাশে উড়তে দেখা যায় রাফাল যুদ্ধবিমানকে। এর ফলে স্পষ্ট, সীমান্তে একদিকে যেমন মোতায়েন সেনারা সজাগ রয়েছে, তেমনই বায়ুসেনাও নজর রাখছে চীনের ওপর।

এর আগে মিগ-২১, তেজস-সহ একাধিক যুদ্ধবিমান দিয়ে আকাশ থেকে লাদাখের পরিস্থিতির দিকে নজরদারি চালিয়েছে ভারত। তবে এবার ময়দানে রাফায়েল জেটও। অর্থাৎ ভারতীয় বিমানবাহিনীর আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের দশ দিনের মধ্যেই এই যুদ্ধ বিমানকে অ্যাক্টিভভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। ১০ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দিয়েছিল রাফাল ফাইটার জেট।

তবে এই সমস্ত যুদ্ধবিমান ছাড়াও অ্যাপাচি হেলিকপ্টার এবং চিনুক হেলিকপ্টারগুলোও সেনাবাহিনীকে নানা দরকারি জিনিস পৌঁছে দিতে এই মুহূর্তে সহায়তা করছে এবং সীমান্তে কড়া নজর রাখছে ভারতীয় বাহিনী। চীনের যেকোনও ভুল পদক্ষেপের উত্তর যে ভারত দেবে, সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সূত্র: কলকাতা২৪

স্পিডবোটে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা, তাড়া খেয়ে ফিরল ৪০ চীনা সেনা

পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় চরম উত্তেজনার মধ্যে আরও একবার ভারতীয় সীমান্ত লঙ্ঘনের চেষ্টা করল চীনের পিপল’স লিবারেশ আর্মি, পিএলএ। গত মঙ্গলবার, ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করে, আবারও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে চীনা সেনা। সূত্রের খবর, প্যাংগং লেকের পশ্চিম তীর দিয়ে মঙ্গলবার একাধিক স্পিডবোট চেপে চীনা সেনা ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু, তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। লেকে ভারতীয় বাহিনীর সজাগ পাহারায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এর আগে গত সোমবার চীনা সেনার ২৫-৩০ জনের একটি দল চুশূলের মুখেরপরি পাহাড় দখলের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, সেদিনও পারেনি। ভারতীয় বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে

পড়ে ফিরে যায়।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার পূর্ব লাদাখের ফিংগার-চার অতিক্রম করে চীনাসেনার একটি দল ভারতীয় ভূখণ্ডের আরও ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। ঘড়িতে তখন বিকেল ৫টা। দুটি স্পিডবোট ৪০ চীনা সেনা ফিংগার তিনেকর দিকে এগোতে থাকে। গত মে মাস থেকে ফিংগার-ফোর দখল করে রেখেছে চীন। সেখানে লালফৌজের শিবিরও তৈরি হয়েছে। ফিংগার-তিনে মোতায়েন থাকা ভারতীয় সেনার নজর উপেক্ষা করে এবার আর এগোতে পারেনি চীনা সেনার ৪০ জনের ওই দলটি। ভারত সতর্ক করলে, স্পিডবোট মুখ ঘুরিয়ে ফিংগার চারে ফিরে যায় চীনা সেনা।
২৯ ও ৩০ অগস্ট রেচিন লা ও রেজাং লা’র দখল নিতে সমর্থ হয় ভারতীয় সেনা। এই দুই অঞ্চল থেকে চীনের মল্ডো ক্যানটনমেন্টের উপর নজর রাখতে পারবে ভারতীয় সেনা। কৌশলগত গুরুত্বের কথা ভেবে চীনা সেনা চেষ্টা করবে এই শিখর দু’টি পুনর্দখল করার।

ভারতীয় সেনা বাহিনীও চুপচাপ বসে নেই। চীনা সেনা যেসমস্ত এলাকা দিয়ে বড় ধরনের হামলা চালাতে পারে, সেখানে ভারতও ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান তৈরি রেখেছে। যে কোনও ধরনের চীনা আগ্রাসনের জবাব দিতে ভারত তৈরি। চীনের পক্ষ থেকে সামান্যতম উস্কানির চেষ্টা হলে, ভারতীয় সেনা ছেড়ে কথা বলবে না। চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে রাজনাথ সিং সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, গলওয়ানের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে, এ বার আর ভারত ছেড়ে কথা বলবে না।

বুধবার থেকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু করে উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢালছে চীন। সরকারি সূত্রে খবর, প্যাংগং লেকের উত্তরে, ফিংগার অঞ্চলে নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু করেছে চীন। এর মধ্যে সংঘাতে প্ররোচনা রয়েছে বলেই মনে করছেন সমর বিশেষজ্ঞরা। ভারতীয় সেনাও অবগত। পিপল’স লিবারেশন আর্মির কার্যকলাপের দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনে প্রত্যাঘাত করতে পিছপা হবে না ভারতীয় সেনা। পরিস্থিতি যদি সেদিকে এগোয়, ভারতকে প্রত্যাঘাত করতেই হবে, জানাচ্ছে সরকারি ওই সূত্র।

সূত্র : এই সময়।

উত্তেজনা চরমে, আবারও রড নিয়ে ভারতীয় সীমান্তের কাছে চীনা বাহিনী

ভারতের সঙ্গে প্রায় ৪ হাজার ৩৮৮ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে সীমানা রয়েছে চীনের। তাই সীমান্ত বিবাদ নিয়ে বহুবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে এই দুই দেশ। সম্প্রতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সীমান্ত। লাদাখের মুখপারি এলাকার রাজাংলায় সোমবার ভারতীয় সেনাদের অবস্থান লক্ষ্য করে হাতে রড, বর্শা ও লাঠি নিয়ে এগুনোর চেষ্টা করেছিল চীনা সেনারা। মঙ্গলবার ভারতের সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে দ্য হিন্দু এ তথ্য জানিয়েছে।

ভারতের দাবি, সোমবার সন্ধ্যায় চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির ৫০ থেকে ৬০ জন সদস্য লাদাখের ব্যাংহং হুনানে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) পেরিয়ে ভারতের দখলে থাকা একটি পাহাড়ের চূড়া দখলের চেষ্টা করে। এসময় ফাঁকা গুলি চালায় চীনের বাহিনী। এর জবাবে সতর্কতামূলক গুলি চালায় ভারতীয় সেনাবাহিনীও।

সময়মতো দু’পক্ষেরই উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। চীন অবশ্য দাবি করেছে, ভারতীয় সেনারা একতরফাভাবে এলএসি অতিক্রম করে ও গুলি ছোড়ে।

ভারতীয় সূত্র জানিয়েছে, হামলার সময় চীনা সেনাদের হাতে রড, বর্শা, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র ছিল।

এ ব্যাপারে চীনের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন